# কনকাঞ্জলি

BANGLADARSHAN.COM

অক্ষয় কুমার বড়াল

# উৎসর্গ

৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১

নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ, —জনম-ভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।

এসেছিল সুধু গায়িতে প্রভাতী,
না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি –
আঁধারে আলোকে, প্রেমে মোহে গাঁথি',
কুহরিল ধীরে ধীরে ;
ঘুম-ঘোরে প্রাণী, ভাবি' স্বপ্ন-বাণী,
ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে'।

দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,—
কি অতল হৃদি, কি অপার স্নেহ !
হা ধরণী, তুই কি অপরিমেয়,
কি কঠোর, কি কঠিন !
দেবতার আঁখি কেন তোর লাগি'
রহে জাগি নিশিদিন ?

মৃত তোর ভক্ত, কাঁদ, মা জাহ্নবী,
মৃত তোর শিশু, কাঁদ, গো অটবী,
হে বঙ্গ-সুন্দরী, তোমাদের কবি
এ জগতে নাই আর।
কোথায় সারদা—শরতের ছবি,
পর বেশ বিধবার।

BANGLADARSHAN.COM

কাঁদ, তুমি কাঁদ। জ্বলিছে শ্মশান,–
কত মুক্তা-ছত্র, কত পুণ্যগান,
কত ধ্যান জ্ঞান, আকুল আহ্বান
অবসান চিরতরে !
পুণ্যবতী মার পুত্র পুণ্যবান
ওই যায় লোকান্তরে !

যাও, তবে যাও। বুঝিয়াছি স্থির, –
মানব-হৃদয় কতই গভীর ;
বুঝেছি কল্পনা কতই মদির,
কি নিষ্কাম প্রেমপথ !
দিলে বাণীপদে লুটাইয়া শির,
দলি' পদে পর-মত।

বুঝায়েছ তুমি,–কত তুচ্ছ যশ ;
কবিতা চিন্ময়ী, চির-সুধা রস ;
প্রেম কত ত্যাগী–কত পরবশ,
নারী কত মহীয়সী !
পূত ভাবোল্লাসে মুগ্ধ দিক্-দশ,
ভাষা কিবা গরীয়সী !

বুঝায়েছ তুমি,–কোথা সুখ মিলে –
আপনার হৃদে আপনি মরিলে ;
এমনি আদরে দুখেরে বরিলে
নাহি থাকে আত্ম-পর
এমনি বিস্ময়ে সৌন্দর্য্যে হেরিলে
পদে লুটে চরাচর।

বুঝায়েছ তুমি,–ছন্দের বিভবে ;
কি আত্ম-বিস্তার কবিত্ব-সৌরভে ;
সুখদুঃখাতীত কি বাঁশরী-রবে
কাঁদিলে আরাধ্যা লাগি' !
ধন জন মান যার হয় হবে–
তুমি চির-স্বপ্নে জাগি !'

BANGLADARSHAN.COM

তাই হোক, হোক। অনন্ত স্বপনে
জেগে রও চির বাণীর চরণে –
রাজহংস সম, চির কলস্বনে,
পক্ষ দুটী প্রসারিয়া ;
করুণাময়ীর করুণ নয়নে
চির স্নেহরস পিয়া !

তাই হোক, হোক। চির কবি-সুখ
ভরিয়া রাখুক সে সরল বুক !
জগতে থাকুক জগতের দুখ,
জগতের বিসংবাদ ;
পিপাসা মরুক, ভরসা বাড়ুক,
মিটুক কল্পনা-সাধ।

তাই হোক, হোক। ও পবিত্র নামে
কাঁদুক ভাবুক নিত্য ধরাধামে !
দেখুক প্রেমিক,–সুগভীর যামে,
স্বপনে জগৎ ঢাকি’
নামিছে অমরী, ওই সুর ধরি’
আঁচলে মুছিয়া আঁখি।

তাই হোক, হোক। নিবে চিতানল,
কলসে কলসে ঢাল শান্তিজল !
দুখ-দগ্ধ প্রাণ হউক শীতল –
কবি-জনমের হাহা !
লও–লও, গুরু, মরণ-সম্বল–
জীবনে খুঁজিলে যাহা !

BANGLADARSHAN.COM

# উপহার

ধর, সখী, কনক-অঞ্জলি।
নহে ইহা ফুলমালা–
আসি নাই দিতে জ্বালা ;
এসেছি বিদায় নিতে, কেঁদে যাব চলি'।
তুলিব না পূর্ব্ব-কথা,
সে কেবল মর্ম্ম-ব্যথা ;
নাহি সে সময় আর, কারে কিবা বলি' !
অদৃষ্ট-ঝটিকা-ঘায়
শুষ্ক পত্র উড়ে যায়,
কর্দ্দমে তরুর মূলে, তুমি কুন্দকলি,
ধর, ধর হৃদয়-অঞ্জলি !
কি দিয়ে শোধিবে দীন
তোমার অশেষ ঋণ !
তবু দিল–যাহা ছিল, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি'।

BANGLADARSHAN.COM

# কত দিন পরে

কত দিন পরে আজ—কত দিন পরে,
সে স্মৃতি-কুহকে চিত চমকে আবার !
বিশীর্ণ কল্পনা-ফল্গু, কি উচ্ছ্বাস-ভরে,
ছুটিছে কল্লোলি' আজ প্লাবি' পারাপার !
সে চির-মিলন-আশা, দূর বনান্তরে,
মাধবী-বাসর-কুঞ্জ রচিছে আমার !
জাগিছে সে প্রেম-স্বপ্ন নব কলেবরে, —
তরল জ্যোৎস্নায় হেরি' তোমার আকার !
ঘুমায়ে পড়েছে দূরে জগৎ সংসার, —
পত্রে পুষ্পে সমাবৃত, মলয়-নিঃশ্বাসে !
বিমূঢ় হৃদয় ভাবে, —কোথা ভাষা তার !
কি দিয়া নবীন পিক বসন্তে সম্ভাষে ?
জানি,—কি বলিতে চাই ; জানি না, —কি বলি !
ক্ষম' এই অক্ষমতা ;—সত্যে নাহি ছলি।

BANGLADARSHAN.COM

# কবি

সরল-হৃদয় কবি–
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।
পূর্ণিমায় নদীকূলে,
ঊষালোকে তরুমূলে
কত বকে ভুল।

প্রজাপতি, মৃগ-আঁখি,
ফুলে অলি, ডালে পাখী,
গাছে গাছে ফুল,
দুলে লতা তরু-বুকে,
চকাচকি মুখে-মুখে–
দেখিলে ব্যাকুল।

BANGLADARSHAN.COM

রমণী, তোমারে চেয়ে,
ভেবো না, কি গেল গেয়ে,
কি বকিল ভুল !
সরল-হৃদয় কবি–
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল।

# সুখ

এমন চঞ্চল কেন সুখ,
নদী-বুকে যেন ক্ষুদ্র ঢেউ ;
ব্যাকুল লুকাতে সদা মুখ –
ধরার সে নহে যেন কেউ !

একা সুখ নাহি পায় সুখ,
তাই সদা পরমুখ চায় ?
তাই কেঁদে ডাকে শত দুখ ?
বাস যথা আপনা বিলায়।

রমণী, তোমার মুখ হেরে',
সুখ বুঝি এত সুখ পায় –
অত সুখ সহিতে না পেরে,
আত্মঘাতী হ'য়ে ম'রে যায় !

BANGLADARSHAN.COM

# বাঁশরী-স্বরে

বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে–
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশরী-স্বরে !
সম্মুখে প্রমোদ-বন,
ফুটে ফুল অগণন,
উড়ে অলি, নাচে শিখী, হরিণী চরে ;
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশরী-স্বরে !

সমীর সুরভি-ভরে
ফুলে ফুলে ঢলে’ পড়ে,
মৃদু কাঁপে তরু-লতা, পিক কুহরে !
আকাশে তারকা কত
চেয়ে প্রেমিকার মত,
ঢলিয়া পড়েছে শশী মেঘের থরে।

BANGLADARSHAN.COM

স্রোতস্বিনী কলস্বরা,
আসে ঊষা মনোহরা–
আর তার রূপচ্ছটা মেঘে না ধরে !

এ যে রে সুখের ধরা,
প্রেমের স্বপনে ভরা –
কার বাঁশী গেয়ে গেল কাহার তরে !
বাঁধিতেছিলাম মন আপন ঘরে।

# পথে

কেন সে চমকি’ ত্রাসে চেয়ে গেল রে !
যেন, মধুর শেফালি-বাসে ছেয়ে গেল রে !
যেন, সুদূর কানন-কথা,
প্রভাত-কাকলি-সম,
সমীর গ্রামের ধারে গেয়ে গেল রে !
যেন, গভীর বরষা-রাতে,
মেঘের আড়াল হ’তে
জগতের পানে চাঁদ চেয়ে গেল রে !
ভোরে, আধ-ঘুম-ঘোরে,
বাঁশীর গানটী যেন,
ধরি-ধরি না ধরিতে ধেয়ে গেল রে !
সুধু একটু অবশ সুখ,
একটু অলস দুখ,
একটী স্বপন—প্রাণ পেয়ে গেল রে !

BANGLADARSHAN.COM

# আঁখি

[ শেলির ভাবানুকরণ ]

আঁখির কি আশা !
প্রভাত-কমল, রসে ঢল-ঢল,
চেয়ে চেয়ে রবি-পানে—মিটে না পিপাসা,
সারাদিনে মিটে না পিপাসা !

আঁখির কি ভাষা !
পাগল কবির প্রলাপ-সঙ্গীতে
নাহি ফুটে এত ভালবাসা !

একবার চাও !
এ বিষণ্ণ হৃদি 'পরে—অশ্রু-হারা মেঘ-স্তরে
ইন্দ্রধনু বারেক ফুটাও !
এ জীবন-বর্ষা-শেষে—আলো-মাখা বৃষ্টি-বেশে
দণ্ড দুই খেলি একবার,
আঁখিতে তোমার !

BANGLADARSHAN.COM

# দেখা

নয়নে নিমেষ নাই, কথা নাই মুখে,
চেয়ে আছি,–বুঝিতেছি ; কাঁপিতেছি বুকে।
বুঝিতেছি,–দেহ চায় দেহের পরশ ;
দাঁড়াইয়া আছি কাছে,–সে যে দুঃসাহস !

দুটী মূর্ত্তি–ছায়া সম ফুটে হৃৎ-কোলে,–
বুকে বুকে দৃঢ় বাঁধা, কপোলে কপোলে ;
সুখে স্বপ্নে অবসন্ন, অবশ শরীরে
জড়ায়ে–জড়ায়ে যেন মরিবে অচিরে।

# দেখ

BANGLADARSHAN.COM

এই দেহ,–অতি সুকুমার।
নিজ অনুরূপ করি',
আদরে যতনে গড়ি'
দেখান বিধাতা যাহে রূপ আপনার।
এত তরঙ্গের ভঙ্গ,
এত কুসুমের রঙ্গ,–
ঘৃণায় কি দেখিলে না তুমি একবার !

এই মন,–অনুপম ভবে।
অলক্ষ্যে অমরী কত
আসে যায় অবিরত,
সম্ভ্রমে ভুলিয়া যায় নন্দন-বিভবে।
এত প্রেম, এত আশা,
এত সুর, এত ভাষা,
নিজ করে গড়ি' –কেন হারাও গরবে !

# যদি

আমি যদি হ’তেম ভূপতি,
তুমি হ’তে অনাথা রমণী ;–
দাঁড়ালে আমার দ্বারে,
দিতাম যে একেবারে
তোমার চরণতলে সমগ্র ধরণী !

আমি যদি হ’তেম দেবতা,
তুমি যদি কেঁদে একবার
চাহিতে আকাশ-পানে !
আমি যে বিহ্বল-প্রাণে
পড়িতাম স্বর্গ হ’তে চরণে তোমার !

তুমি যদি হইতে পুরুষ,
আমি যদি হইতাম নারী ;–
দেখিলে ও ম্লান মুখ,
শতধা হইত বুক,
শতকণ্ঠে বলিতাম,–‘আমি যে তোমারি !’

BANGLADARSHAN.COM

# গেছে

[ রবার্ট ব্রাউনিং-এর ভাবানুকরণ ]

এই পথ দিয়ে গেছে, –এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ-ফুলে চরণ-অলক্ত-রেখা।
এই পথ দিয়ে গেছে, –চেয়ে চেয়ে চারি দিকে,
এখনো হরিণী চেয়ে পথ-পানে অনিমিখে।

এই পথ দিয়ে গেছে, –ছিঁড়ে' পাতা তুলে' ফুল ;
নাড়া পেয়ে নাড়া দেয় এখনো বিহগকুল।
এই পথ দিয়ে গেছে, –গেয়ে গেয়ে মৃদু গান,
এখনো বাতাসে কাঁপে সেই গুন-গুন তান।

এই পথ দিয়ে গেছে, –ব'সে গেছে নদীকূলে,
গেঁথে গেছে ফুলমালা, পরে' যেতে গেছে ভুলে।
এই পথ দিয়ে গেছে, –কেঁদে গেছে তরুতলে,
এখনো সে অশ্রুকণা মিশে নি শিশিরদলে ;

কোথায় যেতেছে চলে', –কে আমারে বলে' দেয় ?
এ অশ্রু কে মুছে দেবে, এ মালা কে তুলে' নেয় ?
কি তার মনের কথা ? আমি ত জানি না কিছু !
কে দেখেছে তার মুখ ? আমি যে রয়েছি পিছু।

BANGLADARSHAN.COM

# প্রত্যহ

চাহিয়া ঊষার পানে বলি যে হাসিয়া, –
স্বপন সফল হবে আজ !
আশায় বাঁধিয়া বুক থাকি যে বসিয়া,
সারাদিন শূন্যগৃহ-মাঝ।
–ফুরায় না তার গৃহ-কাজ !

সন্ধ্যায় নিঃশ্বাস ফেলি,–জীবন বিফল !
কি কঠোর নারীর অন্তর !
চাহিয়া আকাশ-পানে নয়ন নিশ্চল ;
ঝরে অশ্রু, হৃদয় কাতর।
–নাহি তার ক্ষণ-অবসর !

BANGLADARSHAN.COM

# তার স্মৃতি

সংসারের আপদে বিপদে
ভাবি যবে, –মঙ্গল মরণ ;
তার স্মৃতি, এসে আচম্বিতে,
বলে হেসে, –'মধুর জীবন !'
আছে তার স্মৃতি,
বাঁচিব গো স'য়ে।

সংসারের আনন্দে সম্পদে
ভাবি যবে, –মধুর জীবন ;
তার স্মৃতি, হৃদয়-নিভৃতে,
বলে কেঁদে, –'মঙ্গল মরণ !'
কোথায় বিস্মৃতি !
বাঁচিব কি ল'য়ে ?

# সন্ধ্যায়

আয় স্মৃতি, প্রীতির নন্দিনী !
পর্ব্বত-শিখর হ'তে– তটিনীর কলস্রোতে
শুনিতেছি যেন তোর মৃদু পদধ্বনি।
তরুর মৃদুল শ্বাসে, ফুলের মধুর বাসে,
সন্ধ্যার বাতাসে যেন তোর কণ্ঠ শুনি।
আয় স্নেহরাণী !

আয় স্নেহরাণী !
জেগে জেগে সারাদিন অতি শ্রান্ত, দীনহীন
ঘুমায়ে পড়েছে বুকে কল্পনা-কামিনী ;
মুখখানি তুলে' তার, ডাক তারে একবার,
উঠিলে উঠিতে পারে তোর কণ্ঠ শুনি'
আয় স্নেহরাণী !

BANGLADARSHAN.COM

আয় স্নেহরাণী !
কত-না যতন করে' পেতে দেছি তোর তরে
কোমল অশ্রুর শয্যা–ভাঙ্গা হৃদিখানি।
আয়, বুকে শুয়ে থাক, এ জীবন হ'য়ে যাক
বরষা-রাতের এক স্বপন-কাহিনী !
নিশি যেন না পোহায়, পাখী যেন নাহি গায়,
আঁধারে মিলায়ে যায় জীবন এমনি !
আয় স্নেহরাণী !

# স্বপ্ন-রাণী

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হ'তে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়া,
আসি, প্রিয়, তোমায় দেখিতে !
ধীরে পড়ে বায়ুর নিঃশ্বাস,
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস ;
ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি' ঢুলি',
কাঁপে চোখে সরমের হাস।
নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি' থাকি',
কুল্-কুল্ নদী বহে' যায় ;
তীরে তীরে তরু-কোলে কুসুমিতা লতা দোলে,
জগৎ ঘুমায়।
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !

BANGLADARSHAN.COM

যখন গো হৃদয় ঘুমায়–
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত,
নীরবে দুটীতে মিশে যায় ;
ভাসা-ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে'য়ের মত,
হেথাহোথা ভাসিয়া বেড়ায় ;
কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর –
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায় !
স্বপনের মত হ'য়ে, হাতে প্রেম-মালা ল'য়ে
আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় !
যাই-যাই, নাহি বল, চোখে ভরে' আসে জল,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায়।
আর বার মনে হয়,– কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুম্বনে,–
যে প্রেম ফুটে না কভু নারীর বচনে !

# প্রভাতে

কে ভাঙ্গিল হৃদয়-কানন ?
সাধের অস্ফুট ফুল-বন !
না জানি কে দেববালা
ভরিতে ফুলের ডালা,
এসেছিল নিশীথে কখন !
শাদ্বলে যেতেছে দেখা
ঈষৎ গুল্‌ফের লেখা ;
শিলাসনে তনু-নিরূপণ।

পূর্ণিমায় ফুল্ল হিয়া,
দেখে নাই বিচারিয়া, –
ছিঁড়েছে মুকুল অগণন !
কে জানে নারীর খেলা,
কিসে সাধ, কিসে হেলা –
কে জানে কেমন নারী-মন !
কোন কথা নাহি বলি’,
পদতলে গেল দলি’
কত শ্রম, বাসনা, যতন !

BANGLADARSHAN.COM

# নিদাঘে

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার ;
দিয়েছিলে ভালবাসা, নিয়ে আছি হাহাকার।
তুমি বেঁধেছিলে বীণা, আমি যে ছিঁড়েছি তার,–
ভ্রমর গুঞ্জন করি' আসে না ত কাছে আর !

ঊষার মতন হেসে–ধরা আলো করে' এলে,
গেলে বিদ্যুতের মত,–শত বজ্র পাছে ফেলে !
কোথা সে প্রভাত-স্বপ্ন, কোথা সে সন্ধ্যার গান,
কোথা সে পূর্ণিমা-নিশি–চেয়ে চেয়ে অবসান !

এস বর্ষা, এস তুমি,–তুমি নিদাঘের শেষ,
ল'য়ে এস অন্ধ নিশা–ঘুচাও এ মৃত্যু-ক্লেশ !
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ–কোথা প্রেম-পুণ্যজল !
চারি দিকে মরীচিকা হাসিতেছে খল-খল।

BANGLADARSHAN.COM

# দুঃখ

গোলাপ সুন্দর অতি,
সকণ্টক বৃন্তে ফুটে ;
নির্ঝর মধুর-গতি,
রুক্ষ গিরিপথে ছুটে ;
কমল সুগন্ধে ভরা,
জনমে পঙ্কিল সরে ;
ঘুরে জীব-পূর্ণ ধরা,
জীব-শূন্য কক্ষ 'পরে।

কোকিল—অখিল-রব,
শীতের মরণে উঠে ;
তারকা-খচিত নভ
অমার আঁধারে ফুটে ;
শশিকলা মনোহরা
লুটে অন্ধ মেঘদলে ;
সহি' শত মৃত্যু-জরা,
আসে জীব ধরাতলে।

ঝটিকার পাছে আসে
হিল্লোলি' সমীর ধীর ;
বন্যার প্লাবন-পাশে
কল্লোলি' শীতল নীর ;
রণ পরে শ্রান্তি-সুখ,
ভ্রান্তি পরে স্বস্তি-গান ;
তাপ-দগ্ধ প্রৌঢ়-বুক
শিশুর ক্রীড়ার স্থান।

মুছি তবে নেত্রজল—
অদৃষ্টের এ বিপাক !
ভাঙ্গে যদি মর্ম্মস্থল—
কি করিব ? —ভেঙ্গে যাক !

BANGLADARSHAN.COM

নিশার পাণ্ডুর মুখ,
হেরি’ দূরে সূর্য্যরথ ; –
যুঝুক–যুঝুক দুখ
সুখে মোর দিতে পথ !

দহিয়া বিরহ-দাহে
হোক আরো শুদ্ধ প্রাণ ; –
প্রেমময়ী, পার যাহে
করিবারে অধিষ্ঠান !
কত যুগে–দাও বলে’,
কিংবা জন্ম পরে কত –
কত দুখে জ্বলে’ জ্বলে’
হব তব মনোমত !

BANGLADARSHAN.COM

# কাঁদিতে পার

কাঁদিতে পার’ গো যদি চিরকাল নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিক সাধ,
সে কেবল অপবাদ ;
র’ব মোরা দূরে দূরে, র’বে সুধু সুখ-স্মৃতি !

মিলনের তরে মন কাঁদিবে আকাশে চাহি’,
বুঝাইব দীর্ঘশ্বাসে, –জগতে মিলন নাহি !
এ ধরা মাটীতে গড়া,
নর-নারী স্বার্থে ভরা ;
এ নহে নন্দন-বন হেথা আছে লোক-ভীতি !

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা,
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মুখে বিরহ-ব্যথা।
কাছে আছ, তবু নাই !
আরো চাই–আরো চাই !
দিয়েছ, নিয়েছ সব–তবুও অভাব-গীতি !

মিলন নরক-দাহ–আমরণ হাহাকার,
নিমেষ-চঞ্চল-সুখে বুকে চির অগ্নি-ভার।
বিরহ-মথিত প্রেম,
অনল-কষিত হেম !
দিও না কলঙ্ক-ডালি তুলে’ শিরে, হে অতিথি !
এ নহে প্রেমের রীতি।

BANGLADARSHAN.COM

# অশ্রু

হৃদয়ে বেঁধেছি, সখী, বল ;
মুছ আঁখি-জল।
দাও–দাও, ছেড়ে দাও, যেথা ইচ্ছা –দূরে যাও ;
প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল–
এ প্রেমে কি ফল ?
যদি এ মমতা-মায়া,– সুধু আলেয়ার ছায়া,
জীবন শ্মশান করি', –বিভীষিকা-স্থল ; –
এ প্রেমে কি ফল ?

মুছ আঁখি-জল।
ওই বিন্দু-মুকুতায় ব্রহ্মাণ্ড গলিয়া যায় –
এখনি সঙ্কল্প হবে নিমেষে বিফল !
সংযম হারাবে মন,– গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষণ,
জগতে উঠিবে জ্বলি' প্রলয়-অনল !
মুছ আঁখি-জল।

BANGLADARSHAN.COM

# এত বুঝি

এত বুঝি, এত সহি,
তবু তবু—প্রেমময়ী !
আবার সে ভুল !
আবার মিলন-আশে,
আবার বিরহ-শ্বাসে
হৃদয় ব্যাকুল।

আবার ভাবিছে মন,—
এই প্রিয়া-সম্বোধন,
এই দীর্ঘশ্বাস,
পার হ'য়ে গিরি-নদী,
তব কর্ণে পশে যদি—
কি অদ্ভুত আশ !

BANGLADARSHAN.COM

বিরক্ত কি হবে তায় ?
বায়ু ত লইয়া যায়
কত পিক-স্বর ;
চন্দ্রমা ত দূরে র'য়ে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ হ'য়ে—
আমি শুধু পর !

নদী মত উছলিয়া
পড়ি না চরণে গিয়া,
লুটায়ে হৃদয় !
সার্থক হউক জন্ম,
সার্থক এ ধৈর্য্যধর্ম্ম,
সার্থক প্রণয় !

এ কি—এ কি আশা-ঘোর !
কোথা সে দৃঢ়তা তোর,
হা বিকল মন !

সহিতে জন্মেছি ভবে
আমৃত্যু সহিতে হবে–
কেন দুঃস্বপন ?

হও, মন, হও স্থির,
হের–হের কি গম্ভীর
মরু–অহরহ ;
কি নিষ্কাম মহাতপ,
কি নীরব মন্ত্র-জপ,
কি আত্ম-নিগ্রহ !

ভয়ে জীব যায় দূরে,
নিঃশ্বাসে ঝটিকা উড়ে,
দৃষ্টিতে প্রলয় ;
বুকে চির মরীচিকা–
নাহি ত্যাগ-অহমিকা !
–প্রণম’, হৃদয় !

BANGLADARSHAN.COM

# ও কথা

ও কথায় কাজ নাই আর।
আকাশে না দেখি ইন্দু,
এখনি হৃদয়-সিন্ধু
কাঁদিবে করিয়া হাহাকার !

ও কথায় কাজ নাই আর।
হেমন্ত কুয়াসা মত–
ক্রমশঃ বাসনা যত
হতেছে অস্পষ্ট অন্ধকার।

ও কথায় কাজ নাই আর।
ডুবিতেছে কাল-নীরে,
ডুবে' যাই ধীরে ধীরে ;
কার আশা–কেন হাহাকার ?

BANGLADARSHAN.COM

# যাই

তরণী বাহিয়া,
তরুচ্ছায়া দিয়া।
পশ্চিম-আকাশে
মেঘ-খণ্ড ভাসে ;
অরণ্য দু'ধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

ভগ্ন উচ্চ তীর, –
কৃষক-কুটীর ;
তুলসীর তলে
সন্ধ্যাদীপ জ্বলে।

দীর্ঘশ্বাস সনে
কত ভাবি মনে, –
কৃষক-সংসার,
আর–আর–আর।

ঘুরি যাহা খুঁজি', –
হেথা আছে বুঝি !
সে উপকথায়
দিন যেন যায় !

বাহি তরী ধীরে, –
নিস্তব্ধ তিমিরে
অশ্বত্থ নিবিড়
প্রাচীন মন্দির।
পলাল শৃগাল,
ডাকে ফেরুপাল।

গ্রাম-মধ্য হ'তে
আসে বায়ুস্রোতে
সংকীর্ত্তন-ধ্বনি–

BANGLADARSHAN.COM

গভীরা রজনী।

অবসন্ন মন,–
এই কি জীবন ?

# আয় ঘুম

আয়, ঘুম আয় !
চেয়ে আছি সারা রাত, বুকে দুটী দিয়ে হাত,
দীর্ঘশ্বাসে বুক ভেঙ্গে যায়।
আয়, ঘুম আয় !
ফুটে ডুবে কত তারা, ক্ষীণ শশী রশ্মি-হারা,
হিম-স্তব্ধ বায় ;
তরুলতা উঠে শ্বসি', পত্র পুষ্প পড়ে খসি',
তটিনী উছলি' পড়ে পায়–
রজনী পোহায়।

আয়, ঘুম আয় !
বড় শ্রান্ত আমি এ ধরায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে –
সুখে, দুখে, প্রেমে, কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ ভুলে', অকূলে দেখা রে কূলে !
ঢাক স্নেহ-ছায়।

আয়, ঘুম আয় !
যূথিকা শুকায়, ঢাকিস পাতায় ;
ঢেকে দে আমায় !
বিষণ্ণ তারকা মেঘে দিস ঢাকা ;
ঢেকে দে আমায় !
ধরণী লুকায়, তটিনী লুকায়,

BANGLADARSHAN.COM

তোর কুয়াসায় ;
লুকা' রে আমায় !
জগতের দূরে, ওই মেঘ-পুরে,
নিয়ে যা আমায়–
এ জগৎ হোক তোর স্বপ্ন-লোক –
রচিত মিথ্যায় !

# অবশেষ

ধীরে ধীরে, নেমে নেমে, থামিয়া গিয়াছে গান ;
বুকে ঘুরে পথ-হারা এখনো একটী তান।
কবিতা গিয়েছি ভুলে,
দুটী ছত্র মনে দুলে ;
মুছিয়াছি আঁখি, তবু–আসে অশ্রু আঁখি-কোণে ;
অলক্ষিতে পড়ে শ্বাস, শূন্যে চাই শূন্যমনে।
শুকায়েছে ফুল-হার,
একটু সুবাস তার
এখনো বাতাসে যেন আসিতেছে ভাসি' ভাসি' ;
যে যাহার গেছে চলে',
আমি পড়ে' তরুতলে ;
ডুবিয়া গিয়াছে জ্যোৎস্না –সম্মুখে আঁধার-রাশি।

ডুবিলে রক্তিম রবি, পশ্চিমে সাঁঝের বেলা
দুটী শেষ-রশ্মি-রেখা খেলে ত মরণ-খেলা !
আকাশে চন্দ্রমা-হারা–
পড়ে' থাকে শুক-তারা ;
বিজলী ছলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি' ঝরি' ;
বসন্ত জ্বলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি'।
স্বপন চলিয়া যায়,
তন্দ্রা করে হায় হায় !
প্রিয়তমা চলে' গেছে, পড়ে' আছে প্রেম-স্মৃতি –

BANGLADARSHAN.COM

কখনো কল্পনা সম, কখনো কবিতাকৃতি !

# আমার এ কাব্যে

আমার এ কাব্যে আজ, –আপনা হারায়ে,
দেছি মোর সর্ব্বস্ব জড়ায়ে !
যদি এ কবিতা সম
হ'তে তুমি, প্রিয়া মম,
কোন্ দিন ভেঙ্গে-গড়ে' –হৃদয় তোমার
লইতাম করি' আপনার !

বৃথা গাঁথি ভাবে শব্দে –তুমি কত দূরে,
না জানি কাহার অন্তঃপুরে !
নিশীথে পাপিয়া তানে
এ গান কি পশে কাণে ?
এ প্রেম কি জাগে প্রানে, –হেরি' নিশা-শেষে
ম্লান জ্যোৎস্না পড়ি' দ্বারদেশে ?

কোন দিন কাব্যখানি–দিন যদি পায়–
হাতে শুয়ে মুখ-পানে চায় !
আগ্রহে আশায় ভুলি'
চাহিবে কি বর্ণগুলি ?
কাঁদিবে কি ছত্রগুলি বিরহ-ব্যথায় –
চিত্ত মোর পাতায় পাতায় ?

BANGLADARSHAN.COM

# কবিতা

আসিছে কিশোরী, বনপথ দিয়া,
নতমুখী কত লাজে !
নবীন হৃদয়ে নবীন প্রণয়
মৃদুল মধুর বাজে।

কটিতটে দুলে মাধবী-মেখলা,
উরসে বেলার মালা ;
নীল-বাসে ঢাকা তনু-গৌরীলতা –
জলদে তড়িৎ-জ্বালা।

বকুল-সিঁথীটী পড়িছে সরিয়া,
অলকে অশোক-দাম ;
সুরভি নিঃশ্বাসে  দুলিছে নোলক,
আঁখি-পদ্ম অভিরাম !

BANGLADARSHAN.COM

পড়িছে খসিয়া বেণীর মল্লিকা,
দুলিছে কর্ণিকা-দুল ;
বাম করে ঝরে রসাল মঞ্জরী,
দক্ষিণে পলাশ-ফুল।

ফুল-ধনু সম সুভুরু দু'খানি,
কপাল অরধ-চাঁদ ;
চিবুকে শোভিছে মৃগমদ-বিন্দু,
নয়নে কাজল-ফাঁদ।

চম্পক-বরণ চরণে নূপুর–
গুঞ্জরে মধুপ-দল ;
পদ-পরশনে শিহরে ধরণী,
তৃণ আরো সুকোমল !

কত সুখ-আশে, কত লাজে ত্রাসে,
আশে-পাশে দূরে চায় !

নব কুরুবক ফুল্ল মুখখানি
গোলাপে রাঙ্গিয়া যায় !

সম্মুখে সরসী, বিমল আরসী,
রূপ-আভা পড়ে জলে !
বকুলের ছায়া কূল হ'তে সরে,
ফুটে পদ্ম দলে দলে।

টগর-কিরীটে ঊষার কিরণ
উছলি' পিছলি' লুটে ;
মিলাল কুন্দের মধুর হাসিটী
কুসুম্ভ-অধরপুটে !

চকিত নয়ন– সভয় ভ্রমর
আকাশে উড়িতে চায় !
কোথা ভাব-সখী, ভাষা-সহচরী !
কে পথ দেখাবে তায় ?

BANGLADARSHAN.COM

পড়িল বসিয়া তমাল-তলায়–
হৃদয়ে বিঁধিছে কি যে !
শিথিল শরীর, শ্লথ কেশ-বেশ,
শিশিরে আঁচল ভিজে।

তরু লতা পাতা জিজ্ঞাসে বারতা,
হরিণী বিস্ময়ে চায় ;
তটে উথলিয়া কাঁদিছে তটিনী,
শ্বসিছে কাতরে বায়।

কে পথ দেখাবে, কেবা সাথে যাবে ?
যাবে কোন্ স্বর্গপুরে ?
জগতের জীব জানে না ত্রিদিব,
নিজ সুখ-দুখে ঘুরে।

বসন্ত পলা'ল, মলয় লুকাল,–
তুমি কি দেখ নি চেয়ে ?

কত ফুল ফুটে’ পায়ে যে লুটাল,
কত পাখী গেল গেয়ে !

## বরণ

ধর, ধর হৃৎ-পুষ্প, লহ উপহার !
আজি এ মধুর প্রাতে,
মধুর প্রভাত-বাতে,
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার !
গোপনে আপনে, নারী,
আর না রাখিতে পারি –
ছুটে কি আকুল শ্বাস আশা-মলয়ার !
বুঝি দলে দলে ফুটে’
পূর্ণ হ’য়ে পড়ি লুটে’–
টুটে’ পড়ে চারি ধারে সর্ব্বস্ব আমার !
তুলিতে তুলিতে ফুলে
লহ গো আমারে তুলে’–
গাঁথিয়া পর’ গো গলে প্রেম-ফুলহার !

ধর, ধর হৃৎ-পুষ্প, লহ উপহার !
তুমি স্বর্গ-বনদেবী
ভ্রমিছ সমীর সেবি’,
আমি মন্দাকিনী-কূল-নবীন-মন্দার,–
জন্ম-জন্মান্তর ধরি’
আশা স্মৃতি জড়’ করি’
গড়িয়াছি তোমা তরে স্বপন-সম্ভার !
তুমি পরিমল-সুখে
আদরে দুলাবে বুকে,
পবিত্র–কৃতার্থ হব পরশে তোমার !
রাখ কিংবা দল’ পায় –

BANGLADARSHAN.COM

কিবা তায় আসে যায় ?
তোমারি একান্ত আমি—স্বতঃ উপহার।

## সংশয়-দৃষ্টি

কেন—কেন নিমীলিত নয়ন-পল্লব—
অসহ্য কি শুভ বর্ত্তমান ?
নয়নে নয়নে এই নব অনুভব,
প্রাণে প্রাণে আকুল আহ্বান !

এ কি লজ্জা ?—কই কোথা আরক্ত কপোল,
স্ফুরিত অধরে স্থির হাস ?
সুধার সাগরে সেই সুধার হিল্লোল—
জীবনের জড়ত্ব-বিনাশ !

BANGLADARSHAN.COM

এ যে রে সংশয়-দৃষ্টি—সংঘর্ষ বিষম,
বর্ত্তমানে ভবিষ্য-সন্ধান !
রুধি' রবি-শশী-আলো—সুখ-দুখ-ভ্রম,—
মুহূর্ত্তের প্রাধান্য-প্রদান !

কি দেখিলে ? কি বুঝিলে ? বল বল, প্রিয়া,
প্রণয়ের কোন্ পথ শ্রেয় ?
জীবন যৌবন ওই তুলাদণ্ডে দিয়া,
এ প্রতীক্ষা—অতি ঘৃণ্য হেয় !

# সম্ভাষণ

আসি নাই ছলিতে তোমায়।
ও মুখ হেরিয়া আজ মনে হয়,—তীর্থ ঘুরি’
আসিয়াছি দেশে পুনরায়।
প্রেমিক ত সদা চায় মিশে’ যেতে প্রেমাস্পদে—
আপনারে বিলালে সে বাঁচে !
মিলনে মিটে না আশা, বিরহে দারুণ তৃষা,—
নিঃস্বার্থ ভাবিয়া স্বার্থ যাচে !

দাও শিক্ষা, রূপবতী, যেখানে থাক না তুমি,—
হেরি আমি সৌন্দর্য্য তোমার !
ডুবিয়া তোমার রূপে— ভুলিয়া আমার সত্তা,
তোমাময় হেরি ত্রিসংসার !
জপিয়া বিন্দুরে এক ব্যাপ্ত হই বিশ্বময়—
শিখা রে—শিখা সে প্রেম-যোগ !
ঘুচে যাক জীবনের সদা সুখ-অন্বেষণ—
জন্মগত চির স্বার্থরোগ !

জন্মিয়া অনন্ত-মাঝে, বাড়িয়া অনন্ত-মাঝে,
অনন্তের হ’য়ে অবতার—
তুচ্ছ সুখে দুঃখে আর আত্মঘাতী হই কেন,—
কেন্দ্র করি’ দেহ আপনার ?
ধূমায়িত দীপ-শিখা দাও—দাও নিবাইয়া,
উঠুক—উঠুক ঊষা হেসে !
পঙ্কিল সরসীকূলে রেখ না ডুবায়ে আর,
যাই—যাই পারাবারে ভেসে !

চরণে বিশাল পৃথ্বী, পশ্চাতে উত্তুঙ্গ গিরি,
শির’পরে উদার আকাশ—
দাঁড়াও, শুভদা দেবী, মুক্তকেশে হাসিমুখে,
বাসনার হোক সর্ব্বনাশ !

BANGLADARSHAN.COM

দাও সে অজর প্রেম, দেবতার পুণ্যভাগ –
চিরশুভ, সুন্দর, মহান্ !
লও, এ হৃদয় লও, হৃদয়-সর্ব্বস্ব লও –
তোমার শ্রীপদে বলিদান।

## মিলনে

এই কি ধরণী সেই, স্বর্গ কভু নয় ?
নহে কল্পলতা-কুঞ্জ, এ কি সে কানন ?
নহে মন্দারের শ্রেণী এ তরুনিচয় ?
নহে বিধাতার মূর্ত্তি, এ কি সে তপন ?
নহে অপ্সরার শ্বাস, বহে কি মলয় ?
নহে দেববীণা-ধ্বনি, ভ্রমর-গুঞ্জন ?
এ কি নহে মন্দাকিনী, সে জাহ্নবী বয় ?
এ কি আমি সেই দেহ, সেই প্রাণ মন !

বল, সখী, সত্য তুমি –নহ গো কল্পনা !
সত্য–ধ্রুব সত্য এই হৃদয়-মিলন !
স্বপন-ছলনা নহে,–এ প্রেম-চেতনা,
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন !
দরশে পরশে আমি হারায়ে আপনা,
পাতিয়াছি দেহে মনে তব পদ্মাসন।

BANGLADARSHAN.COM

# শত নাগিনীর পাকে

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ’ বাহু দিয়া,
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর।
এ রুদ্ধ-পঞ্জর হ’তে হৃদয় অধীর
পড়ক ঝাঁপায়ে তব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া !
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
বসন্তে—বনান্তে যথা দুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি’ নহে তৃপ্ত হিয়া।

এ দেহ—পাষাণ-ভার কর গো অন্তর !
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি’ নিরন্তর
হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি’, তুলি’ কলস্বর
করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি !

BANGLADARSHAN.COM

# এখনো রজনী আছে

এখনো সুদীর্ঘ ছায়া ঢাকি’ তরুমূল ;
এখনো সুদূর বাঁশী আলাপে মধুর ;
এখনো ঝরিছে জ্যোৎস্না মলিন বিধুর ;
এখনো বহিছে ঝরা করি’ কুলু-কুল।
এখনো টুটিছে ফুল, ফুটিছে মুকুল ;
এখনো দেখিছে গিরি রবি কত দূর ;
এখনো সুমন্দ বায়ু সুগন্ধ-আতুর –
কেন তুমি, বনযূথী, সরমে আকুল !

সুপ্ত-অলি-বদ্ধ-পদ্মকলিকা-নয়নে
রও, চির চেয়ে রও, লো মধু-যামিনী !
অতনু-কম্পিত তনু,–অতৃপ্ত স্বপনে
বাঁধ’ চির-আলিঙ্গনে, কুসুম-কামিনী !
এখনো দেবতা আঁখি জাগিয়া আকাশে ;
এখনো দেবতা-শ্বাস ভাসিছে বাতাসে।

BANGLADARSHAN.COM

# যেও না

যেও না –যেও না তুমি, মলয়-সমীর,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে তব করিয়া অধীর !
শত ফুলরেণু-চাপে
এ দেহ আবেশে কাঁপে !
যেন কার অভিশাপে
নীরবে যেতেছে প্রাণ হইয়া বাহির !

তুমি, ফুলবন-সাথী, কোথা যাবে, হায় !
এ দেহে চেতনা নাই, কে দিবে বিদায় !

# আসি তবে

আসি তবে, প্রেম-নিশা বুঝি বা পোহায় !
প্রত্যক্ষ আগত-প্রায়,
ভাষা আর না জুয়ায়,
শপথে সন্দেহ হয়—বিদায়, বিদায় !
ভাঙ্গিছে কল্পনা-ভ্রান্তি,
আসে বুঝি সুখ-শ্রান্তি ;
আসিলে বিরক্তি ঘৃণা র'বে না উপায় !
বিদায়, বিদায় !

অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।
এই ত প্রেমের বন্ধ,—
বাস্তবে স্বপনে দ্বন্দ্ব,
কবিতার চিরানন্দ কল্পিত নিরাশা !
খুলে দাও বাহু-পাক,
অপূর্ণ—অপূর্ণ থাক ;
আজ যদি কেঁদে যাই,—কাল ফিরে' আসা।
থাকুক পিপাসা।

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা !
মিলন চঞ্চল অতি—
বিরাগ-সমুদ্রে গতি ;
আর কেন স্বপ্নে মাতি থাকিতে চেতনা !
দেখিছ না পলে পলে
প্রেম মৃত্যুপথে চলে—
ভুলি' বর্ত্তমান—ক্রমে ভবিষ্য-ভাবনা !
বিদায়, ললনা !

হা হৃদয়, বিনির্ম্মিত রক্ত-মাংস-মেদে !
পরিমলে কুতূহলী,
ফুলে শেষে পদে দলি ;
তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে।

BANGLADARSHAN.COM

বুঝি না সঞ্চারী পরে
স্থায়ি-রস মূর্ত্তি ধরে ;
অসীম মিলন স্ফুরে সসীম বিচ্ছেদে।

# বিদায়

যে কথা—থাকিতে প্রাণ—ফুটিবে না মুখে,
পলে পলে বুঝিতেছে কিন্তু প্রাণ মন !
দেখ, এই দিবালোকে
অশ্রু মুছি' স্থির চোখে,—
হৃদয়ে প্রলয়-ঝড়, অন্ধদু' নয়ন !

যে অধর কাঁপিতেছে বলিবার তরে,
সে অধরে একবার কর লো চুম্বন !
শিরায় শিরায়, বালা,
দেখ কি বিদ্যুৎ-জ্বালা ;
বজ্রানলে দেহে মনে সজ্ঞানে দহন !

কি দিব বিদায়-চিহ্ন, তুমি তুলে' লও—
বকুল চম্পক বেলা তোমারি সকল !
ধরার বসন্ত বটে,
আমি বৈতরণী-তটে
খুঁজিতেছি কোথা মৃত্যু—তুষার-শীতল !

যাও তবে—কি বলিব ! কভু কোন দিন
শুন যদি অভাগার হয়েছে মরণ,—
একদিন ধরাতলে,
এক বিন্দু নেত্রজলে
তৃষাহত প্রণয়ের করিও তর্পণ !

BANGLADARSHAN.COM

# দু’ দিকে

দু’ দিকে ফিরাল মুখ নীরবে দু’ জন,
জন্ম মত পরস্পরে চাহি’ একবার।
পড়িল গভীর শ্বাস, মুছিল নয়ন,
ঘুচিল না নয়নের তবু অন্ধকার !
রহিল পড়িয়া পিছে পুষ্পিত কানন,
সম্মুখে অপরিচিত সুদীর্ঘ সংসার !
যায়–যায়–তবু যায়, বাধিছে চরণ,
কে জানে পৌঁছিবে কি না গৃহে যে যাহার !

যায়–যায়–তবু যায়, বিশুষ্ক নয়নে
রাখিয়া কলঙ্ক-রেখা সরে’ গেছে জল।
যায়–যায়–শূন্যে চায়, অতি শূন্য মনে,–
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ সব, শূন্য ধরাতল !
চুম্বন-চিহ্নটী সুধু অধর-শয়নে,–
জীবনের চিরস্মৃতি, মরণ-সম্বল।

BANGLADARSHAN.COM

# সে নেত্রে

সে বিশাল-নেত্রে কাল সর্ব্ব মনঃপ্রাণ
দিতাম ঢালিয়া যদি চুম্বনে চুম্বনে !
নির্লিপ্ত-নয়নে চেয়ে, চঞ্চল-চরণে
পলা'ত না দূরে আজ হরিণী-সমান।
ঝরিত সে আঁখি হ'তে কত গীতিগান,
সুখে স্বপ্নে মুগ্ধ করি' প্রেমলুব্ধ জনে !
প্রশান্ত জলদ সম নয়নে নয়নে
ঘুরিত–ফিরিত সদা কি কাব্য মহান্ !

পূর্ণেন্দু-কিরণে যথা নীল সিন্ধুজল
ঝক-ঝক জ্বলে,–শত বিজলী-প্রতিমা !
প্রভাত-কিরণে যথা নব মেঘদল, –
প্রান্তে লুটে রৌপ্য-হাসি, –স্বর্গ-মধুরিমা !
বসন্ত-মিলনে ধরা শ্যামল বিহ্বল–
রূপসী লভিত, আহা, প্রেমের মহিমা !

BANGLADARSHAN.COM

# হেমন্তে

আকাশ হতেছে ক্রমে কুজ্ঝটি-মলিন,
নিষ্প্রভ হতেছে শশী, সুদীর্ঘ রজনী ;
নিশা-শেষে অশ্রুকণা ফেলিছে ধরণী ;
সমীর শীতল ক্রমে, মৃত্তিকা কঠিন।
সন্ধ্যার আঁধার মুখ, তারা রশ্মিহীন ;
তরুলতা শুষ্কদেহ,—শুষ্কপত্র মূলে ;
স্রোতস্বতী শীর্ণ-কায়া—হংসী নাহি কূলে ;
ক্ষেত্র বিদারিত-দেহ, ক্রমে ক্ষুদ্র দিন।

হৃদয়, উঠ রে উঠ, বৃথা আর বসি'
বৃথা এ মমতা-গীতি—কাতর ক্রন্দন !
বৃথা এই সযতন স্বপন-কর্ষণ—
নির্গন্ধ কুসুম সম পথ চেয়ে শ্বসি !
দেখিবে না—বুঝিবে না আমারি প্রেয়সী,—
যদিও আমার দুখে কাঁদে বিশ্বজন !

BANGLADARSHAN.COM

# হৃদয় সমুদ্র সম

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি’ উচ্ছ্বসি’
আছাড়ি’ পড়িছে আসি’ তব রূপ-কূলে !
হৃদয়—পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে’ !
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি’ ?
অনুদিন—অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি’
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম্ম-মূলে !
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী, সাজি’ নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্ব্বে বসি’ !

কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয় !
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,
এত ভাষ্যে, এই দাস্যে, এ দৃঢ়-বন্ধনে, —
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয় !
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয় —
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে !

BANGLADARSHAN.COM

# প্রেম কি বুঝান’ যায়

প্রেম কি বুঝান’ যায় ?
নয়নে নয়নে না মিলিল যদি,
কেমনে বুঝাব তায় ?
চলিয়া সে যায়, ফিরিয়া না চায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি ;
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,—
আঁখিতে মিলিত আঁখি !

প্রেম কি বুঝান’ যায় ?
নিশাসে নিশাসে বুক ভেঙ্গে আসে,
কেমনে বুঝাব তায় ?
দাঁড়াইলে কাছে, দুরু-দুরু হিয়া,
গুরু-গুরু গরজন ;
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,—
দেহে মনে প্রাণপণ !

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম কি বুঝান’ যায় ?
কথায় কথায় মরম-ব্যথায়
কেমনে বুঝাব তায় ?
বলি-বলি কত, মুখখানি নত,
অধরে উঠে না ফুটি’ ;
বুঝিতে চাহিলে সকলি বুঝিত,—
হৃদয়ে পড়িত লুটি’ !

প্রেম কি বুঝান’ যায় ?
আভাসে বিশ্বাসে যদি না বুঝিল,
কেমনে বুঝাব তায় ?
কোথা তার আদি, কোথা তার অন্ত,
কোথা তার মধ্যদেশ !
একে সদা, হায়, অন্য হ’য়ে যায়,
এত লাজ-ভয়-ক্লেশ !

প্রেম কি বুঝান’ যায় ?
না দেখে দেখুক, না বুঝে বুঝুক,
সুখ দুখ তার পায়।
কোথা রবি উঠে, কোথা ফুল ফুটে ;
ছুটে কেন পরিমল ?
দেবতা আকাশে, ঋষি বনবাসে ;
মাঝে কেন আঁখি-জল ?
পরবাসে পতি, মরে কেন সতী ?
মতি-গতি পতি-পায়।
আপন মরণে আপনি বরিয়া,
কেমনে বুঝাব তায় !

BANGLADARSHAN.COM

# সংসারে

দে রে, দে রে, ছেড়ে দে রে, ছুটে’ গিয়ে কেঁদে আসি !
পারি না বহিতে আর এ মায়া-মমতা-রাশি।
এ কি স্নেহ, এ কি ভয়, এ কি হাসা, এ কি কাঁদা !
ফিরিতে দিবি না পাশ—শত নাগ-পাশে বাঁধা !

গেল, গেল, সব গেল—অকূল সমুদ্র-আশ,
—ও ক্ষুদ্র ইঙ্গিত-পথে ছুটে’ ছুটে’ বারো মাস !
কোথা সে পৌরুষ-গর্ব্ব—বিশ্বত্রাস সে গর্জ্জন !
সে উল্লাস, সে উচ্ছ্বাস, উৎক্ষেপণ, বিক্ষেপণ !

ছেড়ে দে, পাগল প্রাণ উধাও ছুটিয়া যাক !
পুষ্প-পরিমল-ভারে যে থাকে—পড়িয়া থাক !
দুরন্ত প্রলয়-ঝড়—আছে তার শত কাজ,
অঞ্চল-বীজন হ’তে আসে নি সে ধরা-মাঝ !

BANGLADARSHAN.COM

পড়্, পড়্, খসে’ পড়্, হাহা, তৃণ-গুল্ম-বাস !
উঠুক আকাশে গিরি উদগারি’ অনল-শ্বাস !
জ্বলে’ যাক চিরস্থির-কুজ্ঝটিকা-অন্ধকার !
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-ধ্বনি—শত প্রতিধ্বনি তার !

লুটাক চরণে ধরা, ইঙ্গিতে বর্ত্তন-পথ !
পারি না থাকিতে আর স্পন্দহীন চিত্রবৎ।
আকাঙ্ক্ষা—বা দুরাকাঙ্ক্ষা, বুঝিতে সময় নাই,
ধূধূ ধূধূ করে প্রাণ—হুহু হুহু ছুটে’ যাই !

কি মহা-জীবন-খেলা—মেঘে বজ্রে হুড়াহুড়ি,—
দাপটে ঝাপটে ধরা ভ্রমে কোথা গুড়িগুড়ি !
আহাহা সমুদ্রে ঝড়ে কি সম্ভাষ, কি আরতি,—
মূর্চ্ছিত দেবতাগণ, স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি !

# সখীর উক্তি

যায়—ওই যায় !
আকুল ঝটিকা ওই  ছুটিল সাগর-মুখে,
হইল না ঠাঁই তার এ ক্ষুদ্র ধরায় !
কাটিল না তার বেলা, ল'য়ে লতা-পাতা-খেলা,
ল'য়ে তটিনীর ঊর্ম্মি, কুসুম-কুন্তল—
প্রাণে তার এত কোলাহল !

যায়—ওই যায় !
ধূধূধূ সাগর-নীরে,  ধূধূধূ বালুকা-তীরে,
ধূধূধূ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে আনন্দে লুটায় !
কল্পনার শত চিত্র—  কত-না নায়িকা মিত্র
হয় ওতপ্রোত নিত্য হৃদয়ে যাহার, —
সদা ঢুলু-ঢুলু প্রাণে  ঢলিবে তোমার পানে,
এ যে রে অসাধ্য কর্ম্ম —আত্মহত্যা তার !

BANGLADARSHAN.COM

দাও—ছেড়ে দাও !
কেন নিমেষের তরে  মাঝে তার এসে পড়ে'
চূর্ণ হ'য়ে যাও !

দাও—যেতে দাও।
ও যে জগতের দূরে—  চল চাই অন্তঃপুরে,
সজল নয়নে মিছে পথ-পানে চাও !
ওর শুধু খেলা সার—  চূর্‌মার ছারখার ;
নিমেষের সুখ সাধ, নিমেষের ক্লেশ ;
নাহি গত-সুখ-স্মৃতি,  নাহি পর-দুখ-ভীতি,
কি করি—কি করি সদা, কর্ত্তব্য অশেষ !

পরপদে প্রাণ দিয়া,  বিনামূলে বিকাইয়া,
সাধিয়া রমণী-ধর্ম্ম,—কেন ভগ্ন মন ?
হোক তার জয় জয়  নিত্য এই বিশ্বময় ;
শত পরাজিত-মাঝে তুমি এক জন—

উঠ, সখী, মুছহ নয়ন !

# প্রেম-শিশু

১

মৃত আজি প্রেম-শিশু, দাও গো সমাধি তায় !
এই তটিনীর কূলে,
এই বকুলের মূলে,
এই শুভ্র জ্যোৎস্না-তলে, তৃণ-ফুল-বিছানায়।

বকুল ঢাকুক ফুলে, ব্যজন করুক বায়,
শিশির ঝরুক শিরে,
শশী চা'ক ফিরে' ফিরে',
তটিনী কাঁদুক তীরে লুটিয়া লুটিয়া পায়।

BANGLADARSHAN.COM

কিছুতে সে বুঝিল না,—বুঝি নাই সে কি চায় !
নিজ হৃদি শূন্য করি'
দিনু তার হৃদি ভরি'
কত সুখ-সাধ-আশা, কত স্নেহ-মমতায় !

এত যত্ন, এত স্বপ্ন, এত সুপ্ত বাসনায় –
তবু সে পেলে না সুখ,
দিন দিন ম্লান-মুখ,
মুদিল নয়ন-যুগ কি লুকান বেদনায় !

মিছা সুখ, মিছা দুখ, মিছা ভয় ভাবনায় !
কাঁদিয়া কি হবে ফল ?
মুছ নয়নের জল,
চল ধীরে ঘরে ফিরি', দুই পথে দু'জনায়।

২

তোমায় আমায় যদি দেখা হয় পুনরায়, –
তুমি অন্য দিকে চেও,
তুমি অন্য পথে যেও, –
পথের পথিক মোরা, কেহ নাহি জানে কা'য়।

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, যুগ যায় ; –
যেতে এই পথ দিয়া
যদি শিহরয় হিয়া,
বিষণ্ণ-সায়াহ্নে কোন নব ঘন বরিষায় ; –

আসিও সমাধি-পাশে, ধীরে ধীরে পায়-পায় ;
কাতর সমীর-শ্বাসে
গত-কথা মনে আসে,
আশে-পাশে কায়া মোর ছায়া সম মিশে' যায় ; –

আকুলিয়া উঠে প্রাণ, –জীবন ফিরিতে চায়,
হৃদয় কাঁদিয়া কয়, –
ধন-জন নয়–নয়,
হারায়েছি যেই ভ্রম, –সে-ই সুখ এ ধরায় !

মুছিতে নয়ন দুটী হয় ত দেখিবে তায়, –
আবার সমাধি খুলে',
দুটী কচি বাহু তুলে',
উঠিতে তোমার কোলে কত-না আগ্রহে চায় !

BANGLADARSHAN.COM

# কবিতা-বিদায়

যাবে কি একান্ত তবে ? যাবে তুমি, প্রিয়া !
সকলি কি ফুরাল চকিতে !
জীবনের সব সাধ, সব প্রেম দিয়া,
তবু আমি নারিনু রাখিতে ?
চাহি নি জগৎ-পানে, তোমারে চাহিয়া
আজীবন দেখেছি স্বপন ;
আজ—জগতের দ্বারে, কার কাছে গিয়া
কি মাগিব ? সবই যে নূতন !

তোমার নয়ন হ'তে ফিরালে নয়ন,
এ জীবন শূন্য মনে হয় !
কোথা ঊষা, কোথা আলো ! কেবল দহন ;
কোথা শোভা-বিকাশ-বিস্ময় !
কোথা শশি-তারা-ভরা নিথর আকাশ,
চিরস্থির পূর্ণিমার রাত !
জীবনে মরণে সেই গভীর বিশ্বাস,
অলক্ষ্যে অপ্সরা-যাতায়াত !

নিষ্ফল সাধনা, আজ—অদৃষ্টে আশ্রয় ;
গেছে স্বর্গ সরি' বহু দূরে ;
নাহি দেহে বসন্তের আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয় —
রূপে রসে, গন্ধ-স্পর্শ-সুরে।
সে মত্ত হৃদয় নাই—সৌন্দর্য্যে উচ্ছল,
সর্ব্ব বিশ্বে আছাড়িয়া পড়ি !
সজীব নির্জীব নাই—কল্পনা-বিহ্বল,
সর্ব্বভূতে আপনা বিতরি !

সে পূত মাহেন্দ্র-ক্ষণে যে দাঁড়াত আসি' —
হোক চিত্তে মূর্ত্তিতে সঙ্গীতে,
দিয়া নিজ আশা ভাষা, প্রেম রাশি রাশি,
মজিতাম তাহারি ভঙ্গিতে !

BANGLADARSHAN.COM

দিতাম নয়নে তার আমার চেতনা,
হৃৎ-রক্তে রঞ্জিয়া কপোল, –
লতিকার নব পর্ণে পুষ্প-সম্ভাবনা,
সৌন্দর্য্যের বিচিত্র হিল্লোল !

তুমি শব্দে ভাবে ছন্দে কেন এসেছিলে,
নতমুখী নবীনা ললনা ?
দেখি নি–ভাবি নি কিছু আমি যে অখিলে,
বুঝি নাই নারীর ছলনা !
ত্রস্তে ব্যস্তে প্রেমমালা পরাইনু গলে,
আশার কিরীট দিনু শিরে ;
ইহ-পরকাল মম দিয়া পদতলে–
আজ আমি কোথা যাব ফিরে' ?

সে যৌবন-কল্পনায় নিজ প্রাণ দিয়া
জড়ে কেন দেই নি চেতনা ?
দৃষ্টিহীন নেত্রে–চির রহিত চাহিয়া !
আমার সে প্রথম কামনা !
কেন অঙ্গে অঙ্গে তার দেই নি ছড়ায়ে
আমার সে হৃদয়-স্পন্দন ?
আপনার বাহুপাকে আপনা জড়ায়ে
দেখি নাই প্রেমের স্বপন ?

আজন্ম তপস্যা-ফলে লভি উপহাস–
তবু কেন বিরহ-বেদন ?
মাদকতা-অবসাদে মাদক-পিয়াস,
ভ্রম-ভঙ্গে ভ্রম-অন্বেষণ !
কোথা তুমি, মহাশ্বেতা, অচ্ছোদের তীরে
ল'য়ে তব অক্ষয় যৌবন !
কেন আর, কাদম্বরী, মৃত চন্দ্রাপীড়ে
প্রেম-ভরে করিছ চুম্বন !

যাও তবে, প্রাণাধিকা, মুছিনু নয়ন,
রুদ্ধ অশ্রু চিররুদ্ধ থাক।

BANGLADARSHAN.COM

কেন বিদায়ের ছল, নিঃশ্বাস সঘন,
সান্ত্বনার অর্থহীন বাক্ !
বৃথায় আশ্বাস-দান—হ'য়ো না নিষ্ঠুর,
আমি অতি কৃপাপাত্র—দীন ;
তোমার বিজয়-গর্ব্বে আমি শত-চূর—
শ্রেয় প্রেয় উভয়-বিহীন !

যাও তবে ! মৃত্যু পরে যদি দেখা হয়, —
ভুবর্লোকে—কাশ্যপ-আশ্রমে ;
—ক্ষৌমবাস-অন্তরালে কম্পিত হৃদয়,
অভিমানে, লজ্জায়, সম্ভ্রমে !—
অযশ-ভবিষ্য-পুত্র কৌতুকে জিজ্ঞাসে, —
'দু' জনার কি সম্বন্ধ-বাদ ?'
নারীর সরল-প্রেমে, সহজ-বিশ্বাসে
কহিও, ক্ষমিও অপরাধ।

BANGLADARSHAN.COM